২১-০৯-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন তোমাদেরকে অর্থাৎ ব্রাহ্মণদেরকে দেবতাদের থেকেও রাজকীয় ভাবে চলাফেরা করতে হবে। কারণ তোমরা এখন নিরাকারী এবং সাকারী উভয় ক্ষেত্রেই উঁচু বংশের অন্তর্গত।"

প্রশ্নঃ- কোন্ বাচ্চাদের মুখ ফুলের মতো প্রস্ফুটিত থাকবে?

উত্তরঃ- ১) যার মধ্যে এই গুপ্ত খুশি থাকবে যে বাবার কাছ থেকে আমি বেহদের উত্তরাধিকার নিয়ে বিশ্বের মালিক হচ্ছি। ২) যে জ্ঞান এবং যোগের দ্বারা সতোপ্রধান হতে থাকবে। আত্মা ক্রমশ পবিত্র হবে। এইরকম বাচ্চাদের মুখ খুশিতে ফুলের মতো প্রস্ফুটিত হয়ে থাকে। আত্মার মধ্যে শক্তি আসতে থাকবে। মুখ দিয়ে জ্ঞানরত্ন বের করতে করতে রূপ-বসন্ত (জ্ঞানী-যোগী) হয়ে যাবে। নতুন রাজধানীর সাক্ষাৎকারও হতে থাকবে।

গীতঃ- তোমার গলিতেই আমার মরণ.....

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা এখন ভালোভাবে বুঝেছে যে আমাদেরকে বাবার গলার হার হতে হবে। এটা কে বলল? আত্মারা বলল যে এখন তোমার গলার হার হতে হবে। দেহ-অভিমান ত্যাগ করতে হবে। এখন আমরা রুদ্র মালাতে শোভা পাব। এখন ফিরে যেতে হবে, তাই জীবিত অবস্থাতেই দেহ-অভিমান ত্যাগ করতে হবে। আত্মা হল পরমাত্মার সন্তান। তাঁর কাছ থেকেই এখন আমরা উত্তরাধিকার নিচ্ছি। বাচ্চাদের এইরকম নেশায় থাকতে হবে। তাহলে বুদ্ধি শিববাবার কাছে চলে যাবে। আমরা আত্মারা হলাম তাঁর সন্তান। এখন ব্রহ্মার দ্বারা তাঁর পৌত্র হয়েছি। বাবা হলেন নিরাকার এবং ঠাকুরদাদা (ব্রহ্মাবাবা) হলেন সাকার। বাবা হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু। যেসব মানুষ খুব ধনবান হয় তারা অনেক রাজকীয়তার সাথে জীবনযাপন করে। নিজের পজিশনের (পদের) নেশা থাকে। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের অন্তরেও অনেক খুশি থাকা উচিত। বাবার স্মরণে থাকা - এটাই হল দেহী-অভিমানী অবস্থা, যার দ্বারা তোমাদের অনেক লাভ হবে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান, ব্রহ্মার সন্তান। বাবা বলছেন - তোমরা তো আমার-ই সন্তান, এখন ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদেরকে দত্তক নিচ্ছি। তোমাদেরকে এই নেশাতে থাকতে হবে যে আমরা নিরাকারী এবং সাকারী উভয় ক্ষেত্রেই উঁচু ব্রাহ্মণ বংশের অন্তর্গত। নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে বুঝতে হবে। আমরা ঈশ্বরীয় সন্তানেরা হলাম ব্রহ্মারও সন্তান। তোমরা জানো যে আমরা ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হচ্ছি। এইটা ভুলে গেলে চলবে না। তোমাদেরকে অর্থাৎ ব্রাহ্মণদেরকে দেবতাদের থেকেও অধিক রাজকীয়তার সাথে চলাফেরা করতে হবে। এই সময়েই তোমাদের অমূল্য জীবন তৈরি হচ্ছে। আগে কড়িতুল্য ছিলে, এখন হিরেতুল্য হচ্ছ। তাই তোমাদের এত মহিমা। মন্দিরগুলো তোমাদের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে বানানো হয়েছে। সোমনাথ, যিনি দেবতাদের এইরকম বানিয়েছেন তাঁরও স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে। তোমাদেরও স্মৃতিচিহ্ন আছে। সোমনাথ অবিনাশী জ্ঞানরত্ন দিয়েছিলেন, তাই তাঁর মন্দির কতই না সুন্দর ভাবে বানানো হয়েছে। তোমরা যখন গীত শোনো তখন এটা স্মরণে থাকে যে আমরা এখন শিববাবার গলার হার হয়েছি। বাবা আমাদেরকে পড়ান। কে আমাদেরকে পড়াচ্ছেন - এটা ভাবলেও খুশি হওয়া উচিত। প্রথমে যখন অক্ষর জ্ঞান হয় তখন মাটিতে বসে পড়ে, তারপর বেঞ্চে বসে পড়ে

এবং তারপর চেয়ারে বসে পড়ে। রাজকুমার-রাজকুমারীরা তো কলেজে কৌচে (দামী আসন) বসে পড়ে। তাদেরকে যে পড়ায় সে কোনো রাজকুমার-রাজকুমারী নয়। সে তো একজন শিক্ষক। কিন্তু তার থেকে রাজকুমার-রাজকুমারীর পদ অনেক উঁচু হয়। তোমরা তো সত্যযুগের রাজকুমার রাজকুমারীর থেকেও শ্রেষ্ঠ। তারা তো তবুও দেবতাদের সন্তান। আর তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। যার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে তাঁকে স্মরণও করতে হবে। উঠতে-বসতে, কর্মরত অবস্থায় তাঁকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। স্মরণের দ্বারাই স্বাস্থ্যবান এবং ধনবান হয়। বাবা বাচ্চাদের নামে উইল করে বানপ্রস্থে চলে যান। তারপর আর কিছুই থাকে না, সবকিছুই দিয়ে দেন। যেমন তোমরা উইল কর - বাবা, এই সবকিছু তোমার। তখন বাবা বলেন - ঠিক আছে, তুমি ট্রাস্টি হয়ে সামলাও। তুমি আমাকে ট্রাস্টি বানাও, তারপর আমিও তোমাকে ট্রাস্টি বানাই। তাই শ্রীমৎ অনুসারে চল, কোনো উল্টোপাল্টা ধান্দা করোনা। আমার মতামত নেবে। কেউ কেউ তো এটাও জানে না যে বাচ্চাদেরকে কিভাবে খাবার খাওয়া উচিত। ব্রহ্মাভোজনের অনেক মহিমা। দেবতারাও ব্রহ্মাভোজন খাওয়ার আশা রাখে, তাইতো তোমরা ব্রহ্মাভোজন নিয়ে যাও। এই ব্রহ্মাভোজনে অনেক শক্তি আছে। ভবিষ্যতে যোগী ব্যক্তিরাই ভোজন বানাবে। এখন তো সবাই পুরুষার্থী। যতটা সম্ভব শিববাবার স্মরণে থাকার চেষ্টা করে। বাচ্চা তো, তাই না? যারা খাবে সেইসব বাচ্চারা ক্রমশ শক্তপোক্ত হতে থাকবে এবং যারা ভোজন বানায় তারাও শক্তপোক্ত হবে। ব্রহ্মাভোজন বলা হয়, শিবভোজন বলা হয় না। শিবের ভান্ডারী বলা হয়। যা কিছু পাঠানো হয় সেইসব শিববাবার ভান্ডারীতে পবিত্র হয়ে যায়। এটা হল শিববাবার ভান্ডারী। বাবা বলেছেন- শ্রীনাথদ্বারে ঘিয়ের কুঁয়া আছে। সেখানে অতি উন্নতমানের খাবার তৈরি হয়। কিন্তু জগন্নাথদ্বারে অতি সাধারণ মানের খাবার তৈরি হয়। অনেক পার্থক্য রয়েছে। এখানে শ্যামবর্ণ, আর ওখানে সুন্দর। শ্রীনাথের মন্দিরের অনেক সম্পত্তি রয়েছে। ওখানে (উড়িষ্যার দিকে) কেউ অত ধনবান হয় না। গরিব এবং ধনবান তো থাকবেই। এখন অনেক গরিব হয়ে গেছে। এরপর ধনবান হবে। এখন তোমরা অনেক গরিব। ওখানে (স্বর্গে) তো তোমরা ৩৬ রকমের ভোজন খাবে। তাই সেইরকম প্রস্তুতি নিতে হবে। যদিও প্রজারাও ৩৬ রকমের ভোজন খাবে কিন্তু রাজত্বের পদ তো উঁচু, তাই না? ওখানে ভোজন একদম ফার্স্টক্লাস হয়। সকল বস্তুই এ-ওয়ান কোয়ালিটির (সর্বোচ্চ মানের) হবে। দিন-রাতের পার্থক্য, তাই না? এখানে যা কিছু সব্জী পাওয়া যায় সবই পঁচা কিংবা বাসি। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে অনেক নেশা থাকা উচিত। কেউ যদি বড় কোনো পরীক্ষায় পাস করে তাহলে তো তার নেশা থাকে, তাই না? তোমাদের তো অনেক উঁচু নেশা থাকা উচিত যে স্বয়ং ভগবান আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। তিনি সকলের সদগতিদাতা। বাবা বলছেন, আমি তোমাদের অনুগত সেবক। বাবা সন্তানের অনুগত সেবক হয়। বাচ্চাদেরকে সব অর্পণ করে নিজে বাণপ্রস্থে চলে যান। বাবা বলছেন, আমিও সবকিছু অর্পণ করে দিই। কিন্তু তার আগে তোমরা সমর্পিত হও। কেউ মারা গেলে তার জিনিসপত্র করনীঘোরকে (বিশেষ ব্রাহ্মণ পুরোহিত) দিয়ে দেয়। ধনবান হলে আসবাবপত্রও দিয়ে দেয়। তোমরা বাচ্চারা কি দাও? আবর্জনা। তার বিনিময়ে তোমরা কি পাও? গরিবরাই উত্তরাধিকার নেয়। তারা সম্পূর্ণ সমর্পিত হয়ে যায়। বাবা কি নেন আর কি দেন? তাই তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের নেশা থাকা উচিত। বেহদের বাবাকে পেয়েছি যিনি নোংরা-অপবিত্র কাপড় সাফ করেন। শিখরা বলে যে এইসব বাণী গুরু নানক বলেছেন যা সংকলন করে এই গ্রন্থ বানানো হয়েছে। কিন্তু ভারতবাসীরা তো এটাও জানে না যে আমাদের গীতা কে গেয়েছিলেন? গীতার ভগবান কে? তিনি কোন্ ধর্ম স্থাপন করেছিলেন? ওরা তো বলে হিন্দু ধর্ম। অনেকে আর্য ধর্মও বলে। অর্থ কিছুই বোঝে না। ওরা মনে করে যে আগে আর্য ধর্ম ছিল, এখন সারা ভারত অনার্য হয়ে গেছে। দয়ানন্দ সরস্বতী এইরকম নাম রেখেছিল। পরবর্তী

সময়ে যেসব শাখা-প্রশাখা বের হয় তাদের দ্রুত বৃদ্ধি হয়। তোমাদেরকে তো অনেক পরিশ্রম করতে হয়। কিন্তু মানুষকে ধর্মান্তরিত করার জন্য ওদের এত সময় লাগে না। এখানে তো ধর্মান্তরিত করার কোনো ব্যাপার নেই। এখানে তো শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হতে হয়। ব্রাহ্মণ হওয়া কোনো মুখের কথা নয়। অনেকেই চলতে চলতে পড়ে যায়। বাবা বলেন, যদি কেউ গলাও কেটে দেয় তাহলেও অপবিত্র হয়ো না। কেউ কেউ বাবাকে প্রশ্ন করে- এই পরিস্থিতিতে কি করব? তখন বাবা বুঝতে পারেন যে সে সহ্য করতে পারে না। বাবাও তখন বলে দেন- যাও, গিয়ে পতিত হও। এটা তো তোমার ওপর নির্ভর করছে। সে না হয় তোমাকে এক জন্মের জন্য মেরে ফেলবে, কিন্তু তুমি তো ২১ জন্মের জন্য নিজেকে জবাই করছ। চলতে চলতে মায়া খুব জোরে থাপ্পড় মেরে দেয়। এটা তো বক্সিং, তাই না? এক ঘুষিতেই মাটিতে ফেলে দেয়। ১৫-২০ বছর ধরে জ্ঞানে চলছে কিংবা শুরু থেকে আছে এমন বাচ্চাও ছেড়ে চলে যায়, একদম মরে যায়। ওরা খুবই সংবেদনশীল প্রকৃতির হয়। ভুল করলে তার জন্য তো অনুতাপ হওয়া উচিত। বাবা বাচ্চাদেরকে বলেন, তুমি এই ডিস-সার্ভিস করেছ, এটা ঠিক হয়নি। শিক্ষা দেওয়া হয়, ঘুষি তো মারা হয় না। ঘরে বাচ্চারা কোনো সমস্যা করলে চড় মারে। বাবা বলেন- ঠিক আছে, ওর কল্যাণের জন্য একটু কান ধরতে বল, যতটা সম্ভব ভালোবেসে বোঝাও। কৃষ্ণের ক্ষেত্রেও দেখানো হয়েছে যে তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিত। কিন্তু ওখানে এইরকম চঞ্চলতা ছিল না। এই সময়েই বাচ্চারা দম বের করে দেয়। যাই হোক, বাবা বোঝাচ্ছেন যে লক্ষ্য অনেক উঁচু। প্রত্যেকটা বিষয় বাবাকে জিজ্ঞেস কর, বাবা যুক্তি বলে দেবেন। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা রোগ। প্রতি পদক্ষেপে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। নাহলে ধোঁকা খেয়ে যাবে। অনেক মিষ্টি স্বভাবের হতে হবে। শিববাবা কত মিষ্টি, কত প্রিয়। বাচ্চাদেরকেও এইরকম হতে হবে। বাবা তো চাইবেন যে বাচ্চারা আমার থেকেও উঁচু হোক, অনেক নাম হোক। এমন ফার্স্টক্লাস হও যাতে আমার থেকেও তোমাদের পদ উঁচু হয়। তিনি তো বরাবর উঁচু পদই দেন। কারোর মনে এই প্রশ্নই আসে না যে এরা কিভাবে বিশ্বের মালিক হয়েছে। তোমাদের চালচলন খুব রাজকীয় হওয়া উচিৎ। চলাফেরা, কথা বলা, খাওয়া - সবকিছুই খুব রাজকীয়তার সাথে করতে হবে। অন্তরে অনেক খুশি থাকা উচিত যে আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র তো দেখাই যায়। কিন্তু তোমরা হলে গুপ্ত। তোমারা ব্রাহ্মণরাই ব্রাহ্মণদেরকে জানো, আর কেউ জানে না। তোমরা জানো যে আমরা গুপ্ত বেশে বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিয়ে বিশ্বের মালিক হই। কত উঁচু পদ, এর জন্য অন্তরে অনেক খুশি থাকা উচিত। এমন পুরুষার্থ করতে হবে যাতে মুখ সর্বদা ফুলের মতো প্রস্ফুটিত থাকে। এখনো পর্যন্ত কেউই এইরকম হয়নি। পুরুষার্থ করতে হবে। ভবিষ্যতে তোমাদের অনেক সম্মান হবে। অন্তিমে সন্ন্যাসী এবং রাজাদেরকেও জ্ঞান দিতে হবে। তখন তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ শক্তি এসে যাবে। জ্ঞান এবং যোগবলের দ্বারা তোমাদেরকে সতোপ্রধান হতে হবে। মুখ দিয়ে সর্বদা রত্ন বের করতে থাকলে তোমরা রূপ-বসন্ত (জ্ঞানী-যোগী) হয়ে যাবে। আত্মা ক্রমশ পবিত্র হতে থাকবে। যত তোমরা নিকটে আসতে থাকবে তত অন্তরে খুশি হবে। নিজ রাজধানীর সাক্ষাৎকারও হবে। তোমাদেরকে খুব গুপ্ত ভাবে নিজের পুরুষার্থ করতে হবে। অন্যকে রাস্তা বলতে হবে। তোমরা সবাই দ্রৌপদী। বাবা বলছেন, বাবার জন্য এইসব অত্যাচার সহ্য করতেই হবে। সত্যযুগে অনেক পবিত্রতা থাকবে। ১০০ শতাংশ নির্বিকারী দুনিয়া বলা হয়। এই দুনিয়াটা তো ১০০ শতাংশ বিকারী। তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে শিববাবার গলার হার হওয়ার জন্য আমরা এখন আত্মিক যোগের প্রতিযোগিতার মধ্যে রয়েছি। এরপর আমরা বিষ্ণুর গলার হার হব। তোমাদের ব্রাহ্মণ বংশই হল সবচেয়ে প্রথম, আদি। এরপর তোমরাই দেবতা এবং ক্ষত্রিয় হও। অবরোহন কলার জন্য তোমাদের পুরো কল্প লেগে যায় আর উত্তরণ কলাতে এক সেকেন্ড সময় লাগে। এখন তোমাদের

উত্তরণ কলা। কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এটা হল অন্তিম জন্ম। নীচে নামতে তোমাদের ৮৪ জন্ম লেগে যায়। এই জন্মতে তোমরা ওপরে উঠে যাও। বাবা এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি দেন। তাই খুশি থাকা উচিত। তুলনা করা হয় - ওই জ্ঞানের দ্বারা আমরা কি হব আর এই জ্ঞানের দ্বারা আমরা কি হব। এটাও পড়া, ওটাও পড়া। বাবা বলেন, ঘর-গৃহস্থে থেকে ভবিষ্যতের জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। আসুরী এবং দৈবী দুই বংশের প্রতিই কর্তব্য পালন করতে হবে। বাবা প্রত্যেকের খবর নেন। তারপর বিভিন্ন যুক্তি বলেন যে এইভাবে চল। হয়তো কেউ রাগ করবে, কিন্তু তোমার স্বভাব অনেক মিষ্টি হতে হবে। কেউ গালি দিলেও হাসিমুখে থাকতে হবে।

ঠিক আছে, তুমি গালি দাও আর আমি তোমার ওপর ফুল ছড়াই। তখন একেবারে শান্ত হয়ে যাবে। এক মিনিটেই ঠান্ডা হয়ে যাবে। বাবা অনেক বড় । বিভিন্ন যুক্তি বলেন। পতিতদেরকে পবিত্র বানানোর জন্য তো যুক্তির প্রয়োজন, তাই না? শ্রীমৎ নিতে হবে। শ্রীমতের দ্বারা শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্যই এখানে এসেছ। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) এমন ফার্স্টক্লাস মিষ্টি এবং রাজকীয় হতে হবে যাতে বাবার নাম প্রসিদ্ধ হয়। কেউ যদি রাগ করে কিংবা গালি দেয় তাহলেও হাসিমুখে থাকতে হবে।

২) শ্রীমৎ অনুসারে চলে সম্পূর্ণ ট্রাস্টি হতে হবে। কোনো উল্টোপাল্টা ধান্দা করা উচিত নয়। সম্পূর্ণ সমর্পিত হতে হবে।

বরদান:- শুদ্ধ সংকল্প এবং শ্রেষ্ঠ সঙ্গের দ্বারা হাল্কা হয়ে খুশিতে নৃত্যরত ফরিস্তা হও।

তোমাদের মতো ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের জন্য প্রতিদিনের মুরলীই হল শুদ্ধ সংকল্প। রোজ সকালে বাবার কাছ থেকে কত শুদ্ধ সংকল্প পাওয়া যায়। এইসব শুদ্ধ সংকল্পতেই বুদ্ধিকে ব্যস্ত রাখো এবং সর্বদা বাবার সঙ্গে থাকো। তাহলে হাল্কা হয়ে খুশিতে নৃত্য করতে থাকবে। খুশিতে থাকার সহজ উপায় হল সর্বদা হাল্কা থাকা। শুদ্ধ সংকল্প হল হাল্কা এবং ব্যর্থ সংকল্প হল ভারী। তাই সর্বদা শুদ্ধ সংকল্পতে ব্যস্ত থেকে হাল্কা হও এবং খুশিতে নৃত্য করতে থাক। তবেই বলা যাবে অলৌকিক ফরিস্তা।

স্লোগান:- পরমাত্ম-প্রীতির দ্বারা পালিত হওয়ার স্বরূপ হল সহজযোগী জীবন।